১ জানুয়ারি, ২০২৬

বরাবর,
জনাব মোঃ নাহিদ ইসলাম
আহ্বায়ক
জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপি

বিষয়: জাতীয় নাগরিক পার্টি থেকে পদত্যাগ প্রসঙ্গে।

মাননীয় আহ্বায়ক,

জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আমি সবসময় দলের ঘোষিত লক্ষ্য, আদর্শ, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও গণতান্ত্রিক নৈতিকতার প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। দলের যুগ্ম সদস্যসচিব, কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য, মিডিয়া সেল সম্পাদক এবং পলিসি অ্যান্ড রিসার্চ উইং-এর কো-লিড হিসেবে সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে দল গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। সেই সঙ্গে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা, আর্থিক স্বচ্ছতা ও গণমুখী রাজনীতি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বরাবরই সোচ্চার ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে জনগণের মাঝে একটি তারুণ্যনির্ভর, মধ্যপন্থী, ভবিষ্যতমুখী ও নতুন ধারার রাজনৈতিক দল উত্থানের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও পেশাগত ঝুঁকি নিয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলাম। এই দলের অংশ হয়েই দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে অবদান রাখার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম।

তবে সম্প্রতি আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন দশ দলীয় জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে আমি নীতিগতভাবে একমত নই। এই বিষয়ে আমার আপত্তি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় নোট অব ডিসেন্ট আকারে এবং পরবর্তীতে আরও অনেকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে জানিয়েছিলাম। সেই অবস্থানে আমি আজও অটল আছি। আমার বিবেচনায়, এনসিপির উক্ত জোটে যোগদান জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিক রাষ্ট্র নির্মাণের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বল্পমেয়াদে ভোটের রাজনীতিতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে একটি মধ্যপন্থী, শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ও বাংলাদেশপন্থী দল হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। একই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি বরাবরই এককভাবে অথবা সংস্কারকেন্দ্রিক রাজনীতি করা অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে মিলে তৃতীয় জোট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলাম এবং সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন সভায় ধারাবাহিকভাবে সেই অবস্থান ব্যক্ত করেছি।

এনসিপির এই জোটে যোগদানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর গত কয়েকদিন আমি দলের ভবিষ্যৎ রাজনীতির সম্ভাব্য গতিপথ ও নিজের করণীয় সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছি। দলে থেকে প্রতিষ্ঠাকালে ঘোষিত লক্ষ্য ও আদর্শের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দলকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অন্তঃদলীয় রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আমি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছি। তবে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা, নতুন জোটসঙ্গীদের রাজনীতির ধরন এবং তাদের সঙ্গে জোট গঠনের সম্ভাব্য পরিণতি বিবেচনায় নিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জাতীয় নাগরিক পার্টির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিপথ ভিন্ন পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। দলের এই সিদ্ধান্তে যে সদস্যদের সমর্থন রয়েছে, তাদের অবস্থানের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এই বাস্তবতায় দলের পদে থেকে দায়িত্ব পালন করা আমার নৈতিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে আর সংগতিপূর্ণ মনে করছি না।

উপর্যুক্ত কারণ বিবেচনায় আমি জাতীয় নাগরিক পার্টির সকল পদ ও দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী এক ঐতিহাসিক সময়ে জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠনের আলোচনা চলাকালীন সময় থেকেই এই দলের সদস্যদের সাথে একসঙ্গে পথচলা শুরু। বিগত প্রায় দেড় বছরে আপনাদের সকলের সঙ্গে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এই দলে এসে একসঙ্গে যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা গেছি, সেই স্মৃতি আমি আজীবন সযত্নে লালন করব। আমার এই সিদ্ধান্ত একান্তই রাজনৈতিক; এনসিপি সদস্যদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই আমাকে সবসময় পাবেন।

আমি দলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথচলার জন্য শুভকামনা জানাই। আশা করি, জাতীয় নাগরিক পার্টি গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনগণের সার্বভৌম আকাঙ্ক্ষাকে রাজনীতির কেন্দ্রে রেখে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদান্তে,

মুশফিক উস সালেহীন

অনুলিপি:
১/ জনাব আখতার হোসেন, সদস্য সচিব, জাতীয় নাগরিক পার্টি
২/ দপ্তর, জাতীয় নাগরিক পার্টি
৩/ কেন্দ্রীয় সদস্যবৃন্দ, জাতীয় নাগরিক পার্টি